রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ২২, ১৯৯৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ২২-৪-১৪০৫ বাং-৬-৮-৯৮ ইং

এস, আর, ও নং ১৭২ আইন/৯৮ আইন/শ্রজম/শা-৯/৩(৪)/৯৭— Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) এর section 37 (2) এর বিধান মোতাবেক সরকার ২য় শ্রম আদালত, ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত মামলা সমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদসংগে প্রকাশ করিল, যথা:-

ক্রমিক নম্বর	মামলার নাম	নম্বর
১।	ফৌজদারী মামলা	৩৭/৯৫
২।	আই, আর, ও, মামলা	২৩/৯৬
৩।	আই, আর, ও, মামলা	২৭/৯৬
৪।	আই, আর, ও, মামলা	১২৪/৯৬
৫।	ফৌজদারী মামলা	৪৫/৯৬
৬।	ফৌজদারী মামলা	৪২/৯৬
৭।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৬৭/৯৬
৮।	মজুরী পরিশোধ মামলা	৮৮/৯৭
৯।	পি, ডব্লিউ মামলা	৫২/৯৭
১০।	ফৌজদারী মামলা	২০/৯৭
১১।	ফৌজদারী মামলা	২৮/৯৭
১২।	আই, আর, ও, মামলা	৯৯/৯৭

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মীর মো: সাখাওয়াত হোসেন
উপ-সচিব (শ্রম)।

(১০০২৫)
মূল্য : টাকা ৩.০০

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ ,ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং-৩৭/৯৫

শাহানাজ, কার্ড নং-১৭,
স্বামী-কাজল আহমেদ,
ঠিকানা-প্রযত্নে-নুরুদ্দিন
৩৮৮, মালিবাগ চৌধুরী পাড়া
ঢাকা— . দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) জনাব বি, এম, জহিরুল হক (মিন্টু)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
লুনা এ্যাপারেলস প্রাঃ লিঃ .
৪৯১/সি, খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া (২য়: তলা)
থানা সবুজবাগ, ঢাকা—আসামীপক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-২৩ তারিখ-১৮-৩-৯৮

মামলাটি চার্জ শুনানী ও আদেশের জন্য ধার্য আছে। বাদিনী শাহানাজ ও আসামী বি, এম, জহিরুল হক (মিন্টু) অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। আসামীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্য বিধির ৩৩৯ (খ) (১) ধারার কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, বাদিনী ৭-১০-৯৭, ১৮-১১-৯৭ ও ২২-১২-৯৭ ইং তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, বাদিনী মামলাটি চালাতে অনাগ্রহী। কাজেই, আসামীগণকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওয়ায় অত্র মামলায় অভিযোগের দায় হইতে অব্যহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,:

আদেশ

হইল যে—আসামী বি, এম, জহিরুল হককে (মিন্টু) ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা, হুলিয়া ও ক্রোকী পরওয়ানা রি-কল করা হউক। অত্র আদেশের ৩টি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং-২৩/৯৬

শাহ আলম সিকদার, সাবেক ইউ, ডি, এ,
বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন (বিলুপ্ত),
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

—বনাম—

(১) বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে—
সচিব, পাট মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(২) চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন (বিলুপ্ত)
আদমজী এনেক্স ভবন, ১১৯-১২০ মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা।

(৩) সচিব, (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন (বিলুপ্ত)
আদমজী এনেক্স ভবন,
১১৯-১২০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-২১ তারিখ ৪-৩-৯৮

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। দরখাস্তকারী শাহ আলম সিকদার অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। প্রতিপক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম ও প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী ২৩-১১-৯৭, ৭-১২-৯৭, ১-২-৯৮ ও ১৯-২-৯৮ ইং তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে,—মামলাটি দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতি জনিত কারণে খারিজ করা হইল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং-২৭/৯৬

মোহাম্মদ শহিদুল্লা, সাবেক ইউ,ডি,এ,
বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন (বিলুপ্ত)
অডিট বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা—দরখাস্তকারী

—বনাম—

(১) বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে-সচিব,
পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন (বিলুপ্ত)
আদমজী এনেক্স ভবন, ১১৯-১২০, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা।

(৩) সচিব (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন (বিলুপ্ত),
আদমজী এনেক্স ভবন, ১১৯-১২০, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-২১ তারিখ-৪-৩-৯৮

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। দরখাস্তকারী মোহাম্মদ শহিদুল্লা অনুপস্থিত এবং কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। প্রতিপক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহামদ ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম ও প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ-আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। নথি দৃষ্টে দেখা যায় যে, দরখাস্তকারী ২৩-১১-৯৭, ৭-১২-৯৭, ১-২-৯৮ ও ১৯-২-৯৮ইং তারিখ পর পর অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, দরখাস্তকারী মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-মামলাটি দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং-১২৪/৯৬

আবদুল জলিল, পিতা-জালাল আহাম্মদ,
সাং—একলাছপুর, পোঃ—একলাছপুর বাজার,
থানা—বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী—প্রথম পক্ষ।

বনাম

(১) লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস লিঃ
প্রতিনিধিত্বে-ইহার মহাব্যবস্থাপক,
লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস লিঃ।

(২) মহাব্যবস্থাপক,
লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস লিঃ
সাং-ডেমরা বাজার,
থানা-ডেমরা, জিলা-ঢাকা।

(৩) চেয়ারম্যান, বি,জে,এম,সি,
আদমজী কোর্ট বিল্ডিং,
মতিঝিল,ঢাকা-১০০০—দ্বিতীয় পক্ষগণ

আদেশের কপি

আদেশ নং-১৩ তারিখ-২৯-৩-৯৮

প্রথম পক্ষ আবদুল জলিল অদ্য উপস্থিত হইয়া মামলাটি প্রত্যাহার করিবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। নথি পেশ করা হইল। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ ও শ্রমিকপক্ষের সদস্য জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। প্রথম পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম। তাহাকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে-প্রথম পক্ষকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,ঢাকা।

ফৌজদারী মোকদ্দমা নং-৪৫/৯৬

মাসুম আহমেদ, কোয়ালিটি ইন্সপেক্টর
কার্ড নং-৪৬, প্রযত্নে-নাজমা আক্তার,
২০০,শান্তিবাগ,ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) জনাব এ,বি,এম আবু জাফর,
চেয়ারম্যান,
ল্যামসিয়া নীট ওয়্যার লিঃ
৭২/বি নালিবাগ চৌধুরীপাড়া,
থানা-সবুজবাগ,ঢাকা-১২১৯।

(২) জনাব এ,বি,এম,রবিউল হোসেন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ল্যানসিয়া নীট ওয়্যার লিঃ
৭২/বি, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া,
থানা-সবুজবাগ,ঢাকা-১২১৯—আসামী

আদেশের কপি

আদেশ নং-১৬ তারিখ-৯-৩-৯৮

মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদী মাসুদ আহাম্মেদ ও জামিনপ্রাপ্ত আসামী এ,বি,এম, রবিউল হোসেন অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। নথিদৃষ্টে দেখা যায় যে, ১২-১-৯৮, ১৪-১-৯৮ ও ২-৩-৯৮ইং তারিখ বাদী অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, বাদী মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। এমতাবস্থায়, আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-আসামী এ,বি,এম রবিউল হোসেনকে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মোকদ্দমার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,ঢাকা।

ফৌজদারী মোকদ্দমা নং-৪২/৯৬

রানু সরকার, সেলাই মেশিন অপারেটর,
কার্ড নং-২, প্রযত্নে- নাজমা আক্তার,
২০০, শান্তিবাগ, ঢাকা।
— দরখাস্তকারী।

—বনাম—

জনাব এ, বি, এম রবিউল হোসেন,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ল্যানসিয়ানীট ওয়্যারস লিঃ,
৭২/বি মালিবাগ চৌধুরীপাড়া,
থানা-সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৯।
—— আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১৯ তারিখ ৯-৩-৯৮

মামলাটি সাক্ষীর জন্য ধার্য আছে। বাদীনি রানু সরকার ও জামিন প্রাপ্ত আসামী এ, বি, এম, রবিউল হোসেন অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। বাদীনী কর্তৃক ২-৩-৯৮ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত নথিভুক্ত রাখা হইয়াছে। এমতাবস্থায়, আসামীকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে—আসামী এ, বি, এম, রবিউল হোসেনকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং-৬৭/৯৬

সুফিয়া অপারেটর,
কার্ড নং-২১
প্রযত্নে-নাজনা আক্তার,
২০০, শান্তিবাগ, ঢাকা। —— দরখাস্তকারী।

বনাম

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
নিট এন্ড ওভেন লিঃ,
৫৮৯/সি, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া,
ঢাকা। —— প্রতিপক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১৪, তারিখ-১১-৩-৯৮

উভয় পক্ষ উপস্থিত আছেন। দরখাস্তকারী সুফিয়া দ্বিতীয় পক্ষের সহিত আপোষ-মীমাংসা হওয়ায় দরখাস্তযোগে— মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতির আবেদন করেন। শুনিলাম তাহাকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে—দরখাস্তকারীকে মামলাটি প্রত্যাহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং-৮৮/১৯৯৭

কৃষ্ণলাল বসাক (ড্রাইভার), পিতা-পিয়ারী লাল বসাক,
বর্তমান ঠিকানা :-১২ নং কে এম দাস লেন, টিকাটুলী,
ঢাকা। — দরখাস্তকারী।

বনাম

(১) আই, এফ, আই, সি, ব্যাংক লিঃ, বি এস বি বিল্ডিং ১৭-১৯তম তলা,
৮নং রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা।
প্রতিনিধিত্বে ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

(২) নারায়ণ চন্দ্র রায়, ভাইস প্রেসিডেন্ট,
আই, এফ, আই, সি, ব্যাংক লিঃ,
বি, এস, বি, বিল্ডিং ১৭-১৯তম তলা,
৮নং রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা — প্রতিপক্ষগণ।

আদেশ নং- ৫ তাং ৫-১-৯৮ আদেশের কপি

মামলাটি রক্ষনীয়তার বিষয়ে শুনানীর জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ হাজিরা দিয়াছেন। রক্ষনীয়তার বিষয়ে উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিলাম। দরখাস্তকারীর নিযুক্তীয় আইনজীবী জনাব ইব্রাহিম ভূইয়া কর্তৃক এই মর্মে বক্তব্য রাখা হয় যে, দরখাস্তকারী কৃষ্ণলাল বসাক ড্রাইভার হিসাবে আই, এফ, আই, সি ব্যাংক লিঃ এ ৯-৯-৯৬ ইং তারিখ হইতে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। ৩০-১০-৯৭ ইং তারিখ ২নং প্রতিপক্ষ জনাব নারায়ণ চন্দ্র রায় অক্টোবর '৯৭ মাসের ১৫ দিনের মজুরী দিয়া অফিসে আসিতে নিষেধ করেন অর্থাৎ চাকুরী টারমিনেট করেন। ইহা ব্যতিরেকে তিনি কোন টারমিনেশন বেনিফিট না দিয়া একটি সার্টিফিকেট প্রদান করেন। কাজেই, আইন মোতাবেক টারমিনেশন সুবিধা বাবদ ২২,৫০০ টাকা দাবী করিয়া ১টি উকিল নোটিশ দেওয়া হয়।

অপরদিকে ২নং প্রতিপক্ষের নিযুক্তীয় বিজ্ঞ-আইনজীবী জনাব এস, এ, হক কর্তৃক মোকদ্দমা অরক্ষনীয় বিষয়ে এই মর্মে তাহার বক্তব্য প্রদান করা হয় যে দরখাস্তকারী কৃষ্ণলাল বসাক তাহার ব্যক্তিগত ড্রাইভার হিসাবে দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে কাজ করিতেন এবং ৩০-১০-৯৭ ইং তারিখ পর্যন্ত দরখাস্তকারী তাহার সকল পাওনা বুঝিয়া পাইয়া একটি প্রাপ্তি রশিদ প্রদান করেন। উক্ত প্রাপ্তি রশিদের সত্যায়িত কপি আদালতে দাখিল করা হয়। একইভাবে দরখাস্তকারী কর্তৃক ১নং প্রতিপক্ষের প্যাডে দেয় সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি দাখিল করা হয়। উভয় পক্ষের দাখিলী কাগজ পত্রের ভিত্তিতে আমি এই সিদ্ধান্ত দিতে বাধ্য হইতেছি যে, দরখাস্তকারী ২নং প্রতিপক্ষ নারায়ন চন্দ্র রায়ের ব্যক্তিগত ড্রাইভার হিসাবে কাজ করিয়াছেন। কাজেই, ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের বিধানাবলী তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। এমতাবস্থায়, আমি আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি যে, মোকদ্দমাটি অত্র আদালতে রক্ষনীয় নহে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে—অত্র মোকদ্দমা রক্ষনীয়তার বিষয়ে দোতরফা শুনানীঅন্তে নিঃখরচায় খারিজ করা হইল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

পি, ডব্লিউ মামলা নং-৫২/৯৭

আকরাম হোসেন, শ্রমিক,
ক্যাফে শাপলা রেষ্টুরেন্ট,
৫৯, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা-১০০০।
প্রযত্নে-সাধারণ সম্পাদক,
ঢাকা মহানগর হোটেল রেস্তোরা শ্রমিক লীগ,
৯১ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা, ১১০০।—প্রথম পক্ষ।

বনাম

আব্দুর রশিদ,
মালিক-ক্যাফে শাপলা রেষ্টুরেন্ট,
৫৯, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০—দ্বিতীয় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং-৮ তারিখ-১১-৩-৯৮

মামলাটি কারণ দর্শানোর জন্য ধার্য আছে। প্রথম পক্ষ অনুপস্থিত। কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই। দ্বিতীয় পক্ষ হাজিরা দিয়াছেন এবং মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়ার জন্য দরখাস্ত দিয়াছেন। শুনিলাম। নথিভুক্ত করে রাখা হউক। নথিদৃষ্টে প্রথম পক্ষ গত ২৪-১২-৯৭, ১৮-১-৯৮ এবং ২২-২-৯৮ তারিখে অনুপস্থিত ছিলেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষ মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে-মোকদ্দমাটি প্রথম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

ফৌজদারী মোকদ্দমা নং-২০/৯৭

সুফিয়া, অপারেটর,
কার্ড নং-২১,
প্রযত্নে-নাজমা আক্তার,
২০০, শান্তিবাগ, ঢাকা —অভিযোগকারী

বনাম

মোহাম্মদ আলী ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
নিট এন্ড ওভেন লিঃ,
৫৮৯/সি, মালিবাগ চৌধুরী পাড়া
থানা-সবুজবাগ, ঢাকা। —আসামী।

আদেশের কপি

আদেশ নং-১২ তাং-১৮-৩-৯৮

মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদীনী সুফিয়া অনুপস্থিত। আসামীর আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। নথি দেখিলাম ও আসামীর বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য শুনিলাম। বাদী গত ১১-৩-৯৮ ইং তারিখে মামলাটি প্রত্যাহারের দরখাস্ত দিয়াছেন। নথিভুক্ত রাখা হইয়াছে। কাজেই, জামিনপ্রাপ্ত আসামীকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ;

আদেশ

হইল যে—জামিন প্রাপ্ত আসামী মোহাম্মদ আলীকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারায় আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাহাকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং-২৮/৯৭

মাজেদা, সেলাই মেশিন অপারেটর,
প্রযত্নে-নাজনা আক্তার,
২০০, শান্তিবাগ, মালিবাগ
ঢাকা-১২১৭। — বাদী।

বনাম

জনাব আসাদুজ্জামান,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সাকুরা গার্মেন্ট লিঃ
৯৮/বি, ডি আই টি রোড,
থানা-সবুজবাগ, মালিবাগ চৌধুরী পাড়া,
জেলা-ঢাকা — আসামী।

আদেশ কপি

আদেশ নং-১২ তারিখ-২২-৩-৯৮

মামলাটি চার্জ শুনানীর জন্য ধার্য আছে। বাদীনী মাজেদা ও জামিন প্রাপ্ত আসামী আসাদুজ্জামান অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের সদস্য জনাব আলী আফজাল ফারুক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু উপস্থিত আছেন। তাহাদের সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। বাদিনীর ২৩-২-৯৮ ইং তারিখের দাখিলী মামলা প্রত্যাহারের দরখাস্ত

নথিভুক্ত রাখা হইয়াছে। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, বাদিনী মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, জামিন প্রাপ্ত আসামী আসাদুজ্জামানকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মোকাদ্দমার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সদস্যগণ একমত পোষন করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে—জামিন প্রাপ্ত আসামী আসাদুজ্জামানকে ফৌজদারী কার্য বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অত্র মামলার অভিযোগের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইল। তাঁহাকে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত করা গেল।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান
দ্বিতীয় শ্রম আদালত,ঢাকা।

মোঃ আবদুল করিম সরকার (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।